দৈনিক সংবাদ
25 OCT 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ

সরকারের ওপর রুলনিশি জারি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সরকারী আদেশকে কেন আইন-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে না আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর আদেশ দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গতকাল বুধবার বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব, আইন সচিব ও অন্যান্যের ওপর রুলনিশি জারি করেছেন। উল্লেখ্য, গত ১৩ই অক্টোবর জারি করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ '৯০-এর ভিত্তিতে আগামী ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সিন্ডিকেট সদস্য ডঃ আনোয়ার

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারের ওপর রুলনিশি জারি

(১ম পাতার পর)

হোসেনসহ ৯ ব্যক্তির যৌথ একটি রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় বিচারপতি মোঃ আবদুল জলিল ও বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এ রুল প্রদান করেন। আগামী বুধবার আবেদনটির পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

আবেদনকারীদের পক্ষে ডঃ কামাল হোসেনসহ বেশ ক'জন বিশিষ্ট আইনজীবী এ রীট মামলাটি পরিচালনা করছেন।

রীট আবেদনে গত ১৩ই অক্টোবর রাত সাড়ে ১১টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার আইনগত বৈধতা এবং সে সাথে যে অধ্যাদেশের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করা হয় সে অধ্যাদেশটির সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং এ অধ্যাদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার আবেদন জানানো হয়।

গতকাল আবেদনটির ওপর শুনানির সময় কৌসুলি ডঃ কামাল হোসেন টেলিভিশন সংবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ছাত্রদের হলত্যাগের আদেশকে আইন ও ক্ষমতা-বহির্ভূত বলে উল্লেখ করে বলেন, একমাত্র সিন্ডিকেটই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ছাত্রদের হলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ছাত্রদের হলত্যাগের আদেশের ব্যাপারে উপাচার্য কিছুই অবহিত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৩ই অক্টোবর রাত সাড়ে ১১টায় টেলিভিশন সংবাদ প্রচারের অব্যবহিত পর বিভিন্ন হলের ছাত্রদের উপাচার্যের বাসভবনে উপস্থিত হয়ে সরকারী ঘোষণা সম্পর্কে জানতে চাওয়া এবং এ সম্পর্কে উপাচার্য কিছুই অবহিত নন বলে যে জবাব দেন তার উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ১৪ই অক্টোবর বিকেলে উপাচার্যের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সরকারী ঘোষণাটি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর পরিপন্থী বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

অধ্যাদেশটি সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ৩১, ৩৫, ৩৭, ৩৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন।

ডঃ আনোয়ার হোসেনসহ অন্য যারা এ রীট আবেদনটি পেশ করেন তারা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য গিয়াস কামাল চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও বাংলা বিভাগের শিক্ষক ডঃ সাইদুর রহমান, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডঃ খান সারোয়ার মুরশিদ, সিনেট সদস্য ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ও সিনেট সদস্য খায়রুল কবির খোকন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (হা-অ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোঃ আফজল হোসেন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (না-সা) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান।

ডঃ কামাল হোসেনের সাথে যেসব আইনজীবী এ রীট মামলাটি পরিচালনা করেন তারা হচ্ছেন — সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, শামসুল হক চৌধুরী, এম, আমীর উল হক, সুধাংশু শেখর হালদার, মাহমুদুল আমীন, আমিনুল হক, রফিকুল ইসলাম মিয়া, ছুলমত আলী খান, মইনুল হোসেন, জমিরউদ্দিন সরকার, কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

ডঃ কামাল হোসেন বলেন, ১৩ই অক্টোবর রাত সাড়ে ১১টায় টেলিভিশন সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ছাত্রদের হলত্যাগের নির্দেশ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিটি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশটি ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত উপাচার্যের হাতে পৌঁছেনি। তিনি টেলিভিশনে প্রচারিত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণাটি কোন অধ্যাদেশ বা আদেশের ভিত্তিতে হয়নি বলে দাবী করে বলেন, টেলিভিশনে প্রচারিত ঘোষণার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশটির কোন মিল নেই। তিনি বলেন, টেলিভিশন সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকাল বন্ধের ঘোষণা করা হয় অথচ অধ্যাদেশে বন্ধের সুনির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ করা হয়। তিনি বলেন, টেলিভিশনে সংবাদে প্রচারিত ঘোষণা এবং অধ্যাদেশে বর্ণিত বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতার প্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, টেলিভিশনে প্রচারিত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণাটি আইনের ভিত্তিতে করা হয়নি। তিনি বলেন, ১৩ই অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবের স্বাক্ষর সম্বলিত অধ্যাদেশটি (যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শান্তি-শৃংখলা) নম্বর ১৩, ১৯৯০ বলে পরিচিত) এবং এ সঙ্গে ঢাঃবিঃ বন্ধের আদেশটি ১৫ই অক্টোবর বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে পাঠানো হয়। তিনি দাবী করেন, এ অধ্যাদেশটি প্রকৃতপক্ষে মুদ্রিত তারিখে প্রণীত হয়নি। এ অধ্যাদেশটি প্রণীত হবার তারিখ ১৩ই অক্টোবর দেখানো হলেও এর দু'দিন পর ১৫ই অক্টোবর এটি প্রণীত হয়। তিনি বলেন, প্রকৃত অর্থে ১৩ই অক্টোবর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (আইন-শৃংখলা) অধ্যাদেশটির কোন অস্তিত্বই ছিল না। কাজেই ১৩ই অক্টোবর রাতে টেলিভিশনে প্রচারিত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণাটির কোন আইনগত ভিত্তি থাকতে পারে না।

ডঃ কামাল হোসেন আরো বলেন, আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, অথচ এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ছাত্রসমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোন প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য একজন ছাত্র ও একজন সাধারণ মানুষের অপরাধের মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই, অথচ এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে সাধারণ জনগণ থেকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। তিনি বলেন, সংবিধানে ৩১ অনুচ্ছেদে মতপ্রকাশের জন্য সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানের যে অধিকার সংরক্ষিত আছে এ অধ্যাদেশে সে অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শান্তি-শৃংখলা)